রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ৬, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩/৫ জুন ২০০৬

এস, আর, ও নং ১০৫-আইন/২০০৬।—Dhaka Metropoliton Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976) এর section 109 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (সভা, সমাবেশ, মিছিল ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"অধ্যাদেশ"** অর্থ Dhaka Metropoliton Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976);

(খ) **"উপ-পুলিশ কমিশনার"** ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার;

(গ) **" পুলিশ কমিশনার"** অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার;

(ঘ) **"সহকারী পুলিশ কমিশনার"** অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার।

৩। **সভা, সমাবেশের নিরাপত্তা রক্ষায় কমিশনারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অনুষ্ঠিত সকল ধরনের সভা, সমাবেশ এবং মিছিল যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয় এবং তাহা যেন নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্যময় চলাফেরা ও যানবাহন চলাচলে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারে পুলিশ কমিশনার তাহা নিশ্চিত করিবেন।

(২) বিধি (১) এ উল্লিখিত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে পুলিশ কমিশনার স্বয়ং অধ্যাদেশের ধারা ২৮, ২৯, ৩০, ৩২ এবং ৩৩ এর সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন বা অন্য কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে তাহা অর্পণ করিতে পারিবেন।

৪। **সভা, সমাবেশ, মিছিল, ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং ব্যবস্থা গ্রহণ।**—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় কোন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোন পুলিশ কর্মকর্তা যদি তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় সম্ভাব্য বা অনুষ্ঠিতব্য এমন কোন ধরনের সভা, সমাবেশ, মিছিল, উৎসব বা ঘটনার সংবাদ পান, যেখানে বল প্রয়োগের প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি বিষয়টি তৎক্ষণাৎ উপ-পুলিশ কমিশনার এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনারগণকে অবহিত করিবেন।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(২) মোবাইল ফোন, পেট্রোল পার্টি, কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ, ডিবির গোয়েন্দা ইউনিট অথবা সহজপ্রাপ্য অন্যান্য সব ধরনের সূত্র হইতে, প্রয়োজনে, বিধি (১) এ উল্লিখিত সভা, সমাবেশ, মিছিল, উৎসব বা ঘটনার সংবাদ আগাম সংগ্রহ করিতে হইবে এবং জনগণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। **দাংগা এবং শান্তিভংগের ক্ষেত্রে করণীয় প্রাথমিক কার্যব্যবস্থাদি।**—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার কোন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোন পুলিশ কর্মকর্তা যদি এই মর্মে অবহিত হন যে, তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় সহসা কোন গুরুতর আইন-শৃঙ্খলা সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে যাহাতে দাংগা বা শান্তিভংগের আশংকা রহিয়াছে, তবে তিনি বিষয়টি অনতিবিলম্বে কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপ-পুলিশ কমিশনার বা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনারকে অবহিত করিবেন এবং নিকটস্থ মোবাইল টিমের অধিনায়ককে ঘটনাস্থলে যাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ঘটনাটি যদি খুবই গুরুতর হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ফোর্সের পক্ষে ঘটনাটি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভবপর না হয়, তবে জরুরীভিত্তিতে অতিরিক্ত দাংগা পুলিশ প্রেরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কন্ট্রোল রুম, উপ-পুলিশ কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনারকে অনুরোধ করিয়া সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোন পুলিশ কর্মকর্তা নিজেই ঘটনাস্থলে ফোর্স প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-পুলিশ কমিশনার হইতে নির্দেশপ্রাপ্ত হইবার পর কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ সংগে লইয়া পূর্ণ প্রস্তুতিতে ঘটনাস্থলে রওনা হইবেন এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ দাংগা প্লাটুনের প্রত্যেক সদস্য আত্মরক্ষার্থে অনুমোদিত সকল আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবেন এবং ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণও ঘটনাস্থলে যাইবেন এবং সেখানে অবস্থানরত ও দায়িত্বরত ফোর্সের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন।

৬। **গ্যাস সেল, গ্যাস গ্রেনেড, গোলাবারুদ এবং ব্যক্তিগত গুলি ও অস্ত্রাদির ব্যবহার।**—(১) দাংগা প্লাটুন নিম্নরূপ গ্যাস সেল, গ্যাস গ্রেনেড এবং গোলাবারুদ বহন করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) প্রতিটি গ্যাস গানের সহিত বিশটি গ্যাস সেল (লম্বা এবং কম দূরত্বে ব্যবহার উপযোগী);

(খ) দশটি গ্যাস গ্রেনেড;

(গ) প্রতিটি শটগানের জন্য বিশ রাউন্ড গুলি, যাহাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হইবে রাবার বুলেট এবং অবশিষ্ট হইবে নিম্ন ক্যালিবারের কার্তুজ;

(ঘ) প্রতিটি রাইফেলের জন্য বিশ রাউন্ড গুলি;

(ঙ) সাব-ইন্সপেক্টর এবং তদূর্ধ্বদের জন্য রিভলবার বা পিস্তল এর ক্ষমতার দ্বিগুণ গুলি।

(২) অস্ত্রাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অস্ত্র ও গোলাবারুদ ইস্যু করিবেন এবং প্রত্যার্পণের ক্ষেত্রে অব্যবহৃত গ্যাস সেল, গ্যাস গ্রেনেড, গোলাবারুদ এবং গুলির হিসাব বুঝিয়া লইয়া তাহা রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) দাংগা দমনের ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তাগণ সাধারণভাবে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য অস্ত্রাদি হইতে দাংগাকারীদের উপর গুলি ছুড়িবেন না, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণ যদি তাহাদের পোশাকের সহিত ব্যবহারের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিভলবার বা পিস্তল ব্যবহার করেন সেইক্ষেত্রে তাহাকে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

৭। **দাংগা প্লাটুন নিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ।**—(১) দাংগা নিয়ন্ত্রণে প্রেরিত দাংগা পুলিশ দলকে বিভক্ত না করিয়া যতদূর সম্ভব সন্নিবেশিত করিয়া দক্ষ কর্মকর্তার অধীনে দলবদ্ধভাবে রাখিতে হইবে এবং প্রেরণের পূর্বে দাংগা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাহাদিগকে পূর্ণাংগভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(২) দাংগা নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যকে ভিন্নরূপ কোন দায়িত্ব দেওয়া যাইবে না।

(৩) দাংগা পুলিশ দলকে সর্বদা দাংগা ফরমেশনে পাঠাইতে হইবে এবং এক প্লাটুনের নিম্নে কোথাও কোন দাংগা পুলিশ দল প্রেরণ করা যাইবে না।

(৪) একটি দাংগা ফরমেশন নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদির সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) উপযুক্ত সংখ্যক গ্যাস গান, গ্যাস সেল, গ্যাস গ্রেনেড ও গ্যাস মুখোশসহ একটি গ্যাস পার্টি;

(খ) পর্যাপ্ত সংখ্যক হ্যান্ডকাফ, দড়ি ও প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদিসহ একটি গ্রেফতারকারী দল;

(গ) ঢাল, লাঠি ও হ্যান্ড মাইকসহ একটি চার্জিং পার্টি;

(ঘ) বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, শর্টগান, রাইফেল এবং শর্টগান ও রাইফেলের গুলিসহ একটি সশস্ত্র পার্টি;

(ঙ) ওয়ারলেস সেটসহ একজন ওয়ারলেস অপারেটর।

৮। **দাংগা নিয়ন্ত্রণকারী পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য**।—দাংগা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বা দাংগাকারী উচ্ছৃংখল জনতাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য দাংগা নিয়ন্ত্রণকারী পুলিশ বাহিনীর দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ কর্মকর্তা নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) যখন প্রয়োজন হইবে তখন দাংগা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীকে গুলি, গোলাবারুদ ভর্তির জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন;

(খ) দাংগা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীকে এমন নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন যাহাতে তাহারা হঠাৎ কোন উচ্ছৃংখল জনতার আক্রমণের শিকার না হন;

(গ) দাংগা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীকে এমন স্থানে অবস্থান গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন যেস্থান হইতে, প্রয়োজনে, কার্যকরভাবে গ্যাস গ্রেনেড বা টিয়ার গ্যাস সেল, শর্টগান বা রাইফেলের গুলি ছুড়িতে পারা যায় ও নিকটস্থ উচু দালানের উপর দৃষ্টি রাখা যায়;

(ঘ) দাংগা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী দুই বা ততোধিক দিক হইতে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে গুলিবর্ষণের জন্য পর্যাপ্ত খালি জায়গা রাখিয়া বিভিন্ন পদের সশস্ত্র পুলিশকে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক দিকে মুখ করিয়া মোতায়েনের ব্যবস্থা করিবেন;

(ঙ) উচ্ছৃংখল জনতা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি হইতে আঘাত সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখিবার জন্য দাংগা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীকে এমনভাবে বিস্তৃত করিবেন না, যাহা গুলিবর্ষণের সময় তাহার বাহিনীর উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করে;

(চ) কোন সমাবেশের উপর গুলি চালানোর আদেশ দেওয়ার পূর্বে দাংগাকারী জনতাকে এই মর্মে হুশিয়ার করিয়া দিবেন যে, তাহারা যদি অবিলম্বে ছত্রভংগ না হয় তবে তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করা হইবে;

(ছ) দাংগাকারী জনতা পশ্চাদপসারণের বা ছত্রভংগ হইবার সামান্যতম প্রবণতা দেখামাত্র দাংগা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীকে গুলি বন্ধ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিবেন;

(জ) এমনভাবে গুলি পরিচালনা করিবেন যাহাতে স্বল্পতম ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়া ত্বরিত উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব হয়;

(ঝ) দাংগাকারী জনতার মাথার উপর দিয়া বা বে-আইনী সমাবেশের সদস্য ব্যতীত অন্য কারো দিকে গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ প্রদান করিবেন না;

(ঞ) গুলি ছোঁড়ার আদেশ দেওয়ার পূর্বে গুলির পাল্লা, লক্ষ্য ও গুলির রাউন্ড সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে;

(ট) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন হইবে উহা অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণ গুলি যাহাতে ছোঁড়া না হয় সেই বিষয়ে সজাগ থাকিবেন;

(ঠ) গুলি চালানোর জন্য সাধারণতঃ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষকে বা ক্ষুদ্র দলকে আদেশ প্রদান করিবেন, তবে জনসাধারণের সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা বা পুলিশ সদস্যদের প্রাণ রক্ষার প্রয়োজনে অনধিক পঞ্চাশ ভাগ পুলিশকে একসংগে গুলি চালানোর নির্দেশ দিতে পারিবেন;

(ড) প্রথমে ঘটনার একটি নাতিদীর্ঘ ও সঠিক প্রতিবেদন এবং পরবর্তীতে ব্যবহৃত গুলির সংখ্যাসহ ঘটনার একটি নিখুঁত বিস্তারিত বিবরণ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৯। **বৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার**।—নিম্নরূপ ক্ষেত্রে ও উদ্দেশ্যে বৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) ধারা ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫ ও ১০৬ অনুযায়ী জীবন বা সম্পত্তি রক্ষার্থে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে;

(খ) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর ধারা ১২৭, ১২৮ অনুযায়ী বে-আইনী সমাবেশ ছত্রভংগ করিবার জন্য এবং ধারা ৪৬ অনুযায়ী কতিপয় পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কার্যকর করিবার জন্য;

(গ) অধ্যাদেশের ধারা ২৮, ২৯, ৩০, ৩২ এবং ৩৩ এর বিধান কার্যকর করিবার জন্য।

১০। **আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্বাহী তদন্ত (Executive Enquiry)**।—(১) পুলিশ কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার যুক্তিসংগত এবং যথাযথ নিয়মে হইয়াছে কিনা তাহা উদঘাটনের জন্য, যত শীঘ্র সম্ভব, নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পূর্ণাংগ প্রশাসনিক তদন্ত করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) গুলি বর্ষণের সহিত পুলিশ কমিশনার জড়িত থাকিলে বা তাহার নির্দেশে গুলি বর্ষিত হইলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারের সচিব, অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্ম-সচিবের মাধ্যমে;

(খ) গুলি বর্ষণের সহিত অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, উপ-পুলিশ কমিশনার বা অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার জড়িত থাকিলে পুলিশ কমিশনার কর্তৃক; এবং

(গ) দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক, উপ-পুলিশ কমিশনার পদমর্যদার নিম্নে নহে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তদন্ত সমাপ্ত হইবার পর তদন্তকারী কর্মকর্তাকে, অনতিবিলম্বে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের নিকট তদন্তের একটি রিপোর্ট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, সরকার প্রয়োজনে, যে কোন ক্ষেত্রে Commissions of Inquiry Act, 1956 (Act VI of 1956) এর বিধান অনুযায়ী তদন্ত কমিশন গঠন করিয়া প্রয়োজনীয় তদন্তানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

১১। **আইনজীবীর উপস্থিতি**।—তদন্তের সময় কোন পক্ষ তাহার প্রতিনিধি হিসাবে কোন আইনজীবী নিযুক্ত করিতে পারিবেন না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবু তালেব মিঞা
উপ-সচিব।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।